গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.০৯৯.০০৯.১৭(অংশ-২)- ৯৫৭৮

তারিখঃ ২৩ মাঘ ১৪২৪
০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

বিষয় ঃ মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খাবার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও রাস্তা নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৯.০০.০০০০.২০৪.৩৯.৪৯৩.১৩-৪৮, তারিখঃ ২৩/০১/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জরুরী খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সার্বক্ষনিক মনিটরিং এর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পাস)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সচিব (পাস), স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০১ অক্টোবর, ২০১৭ এবং ৩-৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ সরেজমিনে কক্সবাজার গমন করেন এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম তদারকি করেন। এছাড়া যুগ্মসচিব (পাস) ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০-২৩ সেপ্টেম্বর এবং ৬-১০ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও সমন্বয় করেন।

০২। এছাড়া ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের ক্যাম্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তাঁরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য খাবার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, রাস্তা নির্মাণ, জন্ম নিবন্ধনসহ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৯/০৯/২০১৭ তারিখ রাত ৮.০০ ঘটিকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার এর সভাকক্ষে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশ্রিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের ক্যাম্পসমূহে খাবার পানি সরবরাহ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ৩-৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ-কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন এবং অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

০৪। প্রকৃতপক্ষে, মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং রাস্তা নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রমের নিবিড় তদারকি, মনিটরিং ও ফলোআপ অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কক্সবাজার মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য ২৮/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

(ক) স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্হাপন লক্ষ্যমাত্রা- ৫০০০টি, অগ্রগতি- ৫০০০ টি।

(খ) নলকূপ স্হাপন লক্ষ্যমাত্রা- ৩০০০টি, অগ্রগতি- ২১৯২ টি (অগভীর) অবশিষ্ট ৮০৮টি অগভীর নলকূপের পরিবর্তে গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

(গ) গভীর নলকূপ স্থাপন লক্ষ্যমাত্রা (৮০৮+১৯২) = ১০০০টি (পাঁচ ধাপে)। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নলকূপ স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য ৭১টি এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য ৫৫ টিসহ মোট ১২৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপগুলোর পরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঘ) মহিলাদের গোসলের জন্য গড়ে প্রতিটি ৪ ইউনিট বিশিষ্ট মোট ৪৪০ ইউনিট গোসলখানার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৪০০ টি গোসলখানা নির্মাণ কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাছাড়া ইউনিসেফের সহায়তায় ৪ইউনিট বিশিষ্ট ৫০টি অর্থাৎ ২০০ ইউনিট গোসলখান নির্মাণ করা হয়েছে।

০৫। এছাড়া জরুরী বিবেচনায় নিম্নোক্ত ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(ক) প্রথমদিকে ১৪ (চৌদ্দ) টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় বর্তমানে ০২(দুই) টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে

(খ) ৭(সাত) টি ভ্রাম্যমান ওয়াটার ক্যারিয়ার (৩০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) এর মাধ্যমে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে ০২ (দুই)টি মোবাইল ওয়াটার ক্যারিয়ার (৩০০০লি. ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) এর মাধ্যমে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

(গ) পানি বিতরণ ব্যবস্হা সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে রাস্তার পাশে ১০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১টি ওয়াটার রিজার্ভার স্হাপন করা হয়েছে। ওয়াটার ক্যারিয়ারের মাধ্যমে রিজার্ভারসমূহে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত রিজার্ভার হতে আশ্রিত রোহিঙ্গারা টেপের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করছে ;

(ঘ) পরিস্থিতি মোকাবেলায় কক্সবাজারে ১০(দশ) লক্ষ Water Purifying Tablet বিতরণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ভান্ডারে আরো ১২ (বার) লক্ষ Water Purifying Tablet মজুদ আছে ;

(ঙ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশরোধে ইতোমধ্যে ৯৮(আটানব্বই) ড্রাম ব্লিচিং পাউডার (প্রতি ড্রাম ৫০ কেজি) ব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্লিচিং পাউডার ছিটানো অব্যাহত আছে; এবং

(চ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ১৩টি রাস্তার (১১ কি.মি) নির্মাণ/সংযোগ/মেরামত কার্যক্রমের অগ্রগতি ৮৫%।

০৬। বর্ণিতাবস্হায়, মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্হানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ খাইরুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬২
lgws1@lgd.gov.bd

সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

স্মারক নং-৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.০৯৯.০০৯.১৭(অংশ-২)-১৫৩৮/১(৮) তারিখঃ ২৩ মাঘ ১৪২৪ / ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। অতিরিক্ত সচিব, পাস/প্রশাসন/উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৮। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬২